দামুড়হুদায় ভৈরব নদী ও কৃষি জমির মাটি উত্তোলন করে বিক্রি:নিরব প্রশাসন

দামুড়হুদায় প্রকাশ্যে কৃষি জমি-ভৈরব নদীর মাটি উত্তোলন করে বিক্রি করছে চিহ্নিত ভূমিদস্যুরা। অবৈধভাবে ভৈরব নদী ও কৃষি জমির মাটি উত্তোলন করেও তারা রয়েছে ধরাছোঁয়ার বাইরে। ভূমিদস্যুরা অবৈধ পন্থায় মাটি উত্তোলন করলেও প্রশাসন রয়েছে নিরব।

অভিযোগের প্রেক্ষিতে জানা যায়, দামুড়হুদা উপজেলার সদর ইউনিয়নের পাঠাচোরা গ্রামের ভৈরব নদীর তীরবর্ত্তী স্থান থেকে অদৃশ্য কারণে প্রতিদিন ভেকু মেশিনের সাহায্যে ১৫ টি অবৈধ ট্রাক্টর যোগে মাটি কেটে উপজেলার বিভিন্ন অবৈধ ইটের ভাঁটায় বিক্রি করছেন ভূমিদস্যু সিন্ডিকেটের সক্রিয় সদস্যরা। তবে পাঠাচোরা থেকে কে বা কাহারা ভৈরবের মাটি চুরি করে বিক্রি করছেন এমন তথ্য স্থানীয়রা সঠিক ভাবে না জানালেও তারা জানান উপজেলার সদর ইউনিয়নের বদনপুর ও নাপিতখালী গ্রামের দুইজন এ কাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রয়েছেন।

ঘটনাস্থলে দেখা যায় চুরি করা ভৈরব নদীর পাড় থেকে মাটি ট্রাক্টরে নেওয়ার জন্য সারিবদ্ধ ভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায় বেশকিছু ট্রাক্টর। আর এ সকল ট্রাক্টরগুলোতে মাটি ভর্তি করে দিতে সাহায্য করছেন ভেকু মেশিন নামক দানব যন্ত্রটি। যন্ত্রটি একে একে ট্রাকগুলোতে মাটি ভরাট করে দিচ্ছে, মাটি ভরা শেষ হলেই ঘটনাস্থল থেকে অবৈধ ট্রাক্টরগুলো ছুটছে গন্তব্য স্থানে। আর এভাবেই উল্লেখিত স্থান থেকে প্রতিনিয়তই সকাল ৬ টা থেকে চলছে মাটি চুরি করে বিক্রি’র উৎসব।

সচেতন মহল বলছেন, ভৈরব নদী খনন কাজের মাটি দিয়ে নদীর পাড় না বেধে তা উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় ভূমিদস্যুরা চুরি করে নিজের ব্যাক্তিগত সম্পত্তির মতো করে অবাধে বিক্রি করে আসছেন। মাটি গুলো রাতের আঁধার কিংবা দিনের আলোতে প্রকাশ্যে বিক্রি করছেন ইটের ভাঁটাতে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হচ্ছে সংশ্লিষ্টারা দেখেও না দেখার ভান করছন, এটি খুবই দুঃখজনক। তাঁরা আরও জানান, এতে করে নদী পাড়ের কৃষি জমি ভাঙ্গন সহ আশপাশের রাস্তা ও বাড়ি ঝুঁকিতে থাকবেন। ফলে দ্রুত ভৈরব নদীর মাটি চুরি বন্ধে প্রশাসন কঠোর হস্তক্ষেপ

প্রয়োজন।

এ বিষয়ে স্থানীয় ইউপি সদস্য মো: আব্দুল আলিমের সঙ্গে কথা হলে তিনি জানান, এ বিষয়ে আমি তেমন কিছু জানিনা। আর বিশেষ করে ভূমিদস্যুদের সাথে আমি কোন সম্পর্ক রাখিনা।

চুয়াডাঙ্গা পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী আরিফ আহমেদ বলেন, ভৈরব নদ খননের উদ্বৃত্ত মাটি উত্তোলন বা বিক্রি করতে কাউকে অনুমোদন/ইজারা দেয়া হয়নি। যদি কেউ তা বলে থাকে তবে মিথ্যা বলেছে। আর যারা মাটি উত্তোলন করছে তারা অবৈধ পন্থা অবলম্বন করছে। তিনি আরো বলেন, যদি ভৈরব নদ খননের উদ্বৃত্ত মাটির কারণে জণগণের চলাচলের রাস্তায় বিঘ্ন ঘটে তাহলে উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) স্টিমেট করে ইজারা দিতে পারেন। তবে এখন পর্যন্ত দামুড়হুদা উপজেলায় কাউকে ইজারা দেয়া হয়নি।

দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) রোকসানা মিতা বলেন, বিষয়টি পানি উন্নয়ন বোর্ডের। পানি উন্নয়ন বোর্ড কোনো প্রকার ইজারা দিয়েছেন কিনা আমার জানা নেই।

দামুড়হুদায় ১৫ টাকা কেজি দরে চাউল বিক্রি উদ্বোধন

শেখ হাসিনার বাংলাদেশ, ক্ষুধা হবে নিরুদ্দেশ ” এই শ্লোগানকে গানকে সামনে রেখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকারের দেওয়া খাদ্য বান্ধব কর্মসূচির আওতায় দামুড়হুদা সদর ইউনিয়নের ০৪ টি ডিলারের মাধ্যমে খাদ্য অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত অনলাইনকৃত ২৪২৭ জন কার্ডধারী হতদরিদ্রদের মাঝে স্বল্পমূল্যে ১৫ টাকা কেজি দরে খাদ্য শস্য (চাউল) বিতরণের শুভ উদ্বোধন করেন,দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান হযরত আলী।

গতকাল মঙ্গলবার সকাল ৯ টার দিকে দামুড়হুদা সদর ইউনিয়নের উজিরপুর গাংপাড়ায়। এসময় চেয়ারম্যান হযরত আলী বলেন, মানবতার জননী হিসেবে পরিচিত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি হতদরিদ্র মানুষের পাশে

সবসময় থেকেছেন। সারাবিশ্ব যখন খাদ্য নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তিত, তখন বাংলাদেশে কোন সংকট নেই। খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি ২০১৬ সাল থেকে চালু রয়েছে। দুর্যোগময় পরিস্থিতিতে মানবিক প্রধানমন্ত্রী এই কর্মসূচির আওতায় দেশের ৫০ লাখ মানুষকে ১৫ টাকা কেজি দরে ভর্তুকির মাধ্যমে চাল দিচ্ছেন।

এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন সদর ইউনিয়ন যুবলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মোঃ ইকরামুল হক,যুবলীগ নেতা রিংকু,মোশারেফ হোসেন মুছা সহ নেতৃবৃন্দ।

জীবননগরে অতিরিক্ত দামে সার বিক্রি করার অপরাধে ব্যবসায়ীকে জরিমানা

জীবননগরে অতিরিক্তি দামে সার বিক্রি করায় এক বিসিআইসি ডিলারকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করেছে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর।

সোমবার দুপুরে জীবননগর হাসপাতাল গেটের সামনে মেসার্স হক ট্রেডার্সকে এই জরিমানা করা হয়। জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর চুয়াডাঙ্গা জেলা কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, বিসিআইসি সারের ডিলার মেসার্স হক ট্রেডার্সের বিরুদ্ধে অতিরিক্তি দামে সার বিক্রির অভিযোগ ছিল।

এর পরিপ্রেক্ষিতে গতকাল সেখানে অভিযান চালানো হয়। এ সময় ১১০০ টাকা বস্তার ইউরিয়া সার ১২৫০ টাকায়, ১১০০ টাকার টিএসপি সার ১৭০০ টাকায় এবং ৮০০ টাকার ডিএপি ৯৫০ টাকায় বিক্রির প্রমাণ পাওয়া যায়।

তাই বিসিআইসি সারের ডিলারকে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন-২০০৯ এর ৪০ ধারায় ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। এ ছাড়া অতিরিক্ত দামে সার বিক্রির দুটি রশিদ বই জব্দ করা হয়।

জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর চুয়াডাঙ্গা জেলা জেলা

কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক সজল আহমেদ বলেন, জনস্বার্থে এ অভিযান অব্যাহত থাকবে।

ঝিনাইদহে ভূয়া মেডিকেল সার্টিফিকেট বিক্রির দায়ে জরিমানা

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জে ভূয়া ডিএমএফ (ডক্টর অব মেডিকেল ফ্যাকাল্টি) সার্টিফিকেট বিক্রি ও চটকদার বিজ্ঞাপন দিয়ে সাধারণ মানুষের সাথে প্রতারণার অভিযোগে লাইফ সাইন্স মেডিকেল টেকনোলজি ট্রেনিং ইনস্টিটিউট এর মালিককে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত।

সোমবার দুপুরে শহরের ফয়লা এলাকায় প্রতিষ্ঠানটির কার্যালয়ে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার সাদিয়া জেরিন। এ সময় কালীগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. আলমগীর হোসেন, আবাসিক মেডিকেল অফিসার মাজহারুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন।

কালীগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী অফিসার সাদিয়া জেরিন জানান, দীর্ঘদিন ধরে লাইফ সাইন্স মেডিকেল টেকনোলজি ট্রেনিং ইনস্টিটিউট এর মালিক বিশ্বাস রাজীব কিশোর ভূয়া ডিএমএফ সার্টিফিকেট বিক্রি ও বিজ্ঞাপন দিয়ে মানুষের সাথে প্রতারণা করছিল।

এমন অভিযোগ পেয়ে সেখানে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করা হয়। এ সময় তাকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

দামুড়হুদায় সার বেশি দামে বিক্রি করায় জরিমানা

দামুড়হুদার কুড়ুলগাছি বাজারে ভোক্তা পর্যায়ে বেশি দামে সার বিক্রি করার অপরাধে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালিত হয়েছে।

ভ্রাম্যমাণ আদালতটি পরিচালনা করেন দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সানজিদা বেগম। শনিবার সকাল ১০টার দিকে তিনি এ ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন।

এসময় কুড়ুলগাছি বাজরের কাউন্সিল মোড়ে অবস্থিত মেসার্স রফিক ট্রেডার্সে ভোক্তা পর্যায়ে বেশি দামে সার বিক্রি করছে এমন অভিযোগের ভিত্তিতে সার ব্যবস্থাপনা আইন ২০০৬ এর ১২ ধারা মোতাবেক দোষী প্রমাণিত হওয়ায় তাকে ৫ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করেন।

এসময় নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সানজিদা বেগম বলেন, কেউ যাতে কৃত্রিম সংকট দেখিয়ে সারের দাম বেশি না নিতে পারে, সে বিষয়ে তদারকি ও ভ্রাম্যমাণ আদালত জোরদার করা হবে।

কার্পাসডাঙ্গায় বেশি দামে বিক্রি সার করায় জরিমানা

দামুড়হুদার কার্পাসডাঙ্গা বাজারে ভোক্তা পর্যায়ে বেশি দামে সার বিক্রি করার অপরাধে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালিত হয়েছে।

ভ্রাম্যমাণ আদালতটি পরিচালনা করেন দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সানজিদা বেগম। মঙ্গলবার সকাল ১০টার দিকে তিনি এ ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন।

এসময় কার্পাসডাঙ্গা ব্রিজ মোড়ে অবস্থিত মেসার্স হাসিবুর ট্রেডার্সের মালিক হাসিবুর রহমান হাসিব ভোক্তা পর্যায়ে বেশি

দামে সার বিক্রি করছে এমন অভিযোগের ভিত্তিতে সার ব্যবস্থাপনা আইন ২০০৬ এর ১২ ধারা মোতাবেক দোষী প্রমাণিত হওয়ায় তাকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করেন।

এসময় উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা অভিজিৎ কুমার বিশ্বাস ও দামুড়হুদা মডেল থানা পুলিশের একটি চৌকশ দল।

এসময় নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সানজিদা বেগম বলেন, কেউ যাতে কৃত্রিম সংকট দেখিয়ে সারের দাম বেশি না নিতে পারে, সে বিষয়ে তদারকি ও ভ্রাম্যমাণ আদালত জোরদার করা হবে।